দৈনিক ইত্তেফাক • 012

তারিখ 03 MAR 1988
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬
১৭ই ফাল্গুন, ১৩৯৪

সমস্যা জর্জরিত স্কুলে লেখাপড়া ব্যাহত

জরাজীর্ণ গৃহ, স্থানাভাব, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্জামের অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা, খাবার পানির সমস্যা ও আর্থিক সংকটসহ নানা কারণে বিভিন্ন এলাকার স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রী-দের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে বলিয়া ইত্তেফাক সংবাদদাতাগণ জানাইয়াছেন।

চৌমুহনী : বেগমগঞ্জ সরকারী কারিগরি উচ্চবিদ্যালয়টি নানা সমস্যায় জর্জরিত। ১৯৬৫ সালে চৌমুহনী চৌরাস্তা সংলগ্ন স্থানে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্কুলটির যথেষ্ট ক্ষতি হয়। বর্তমান স্কুলভবন ও ছাত্রাবাসের দরজা জানালা প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ব্যবহার করারমত শৌচাগার নাই। পায়খানার সেপ্টিট্যাংক হইতে নির্গত ময়লার দুর্গন্ধে স্কুল এলাকায় থাকা দায় হইয়া পড়ে। আবাসিক এলাকা ও ছাত্রাবাসে পানি সরবরাহের জন্য একটি পাম্প ও ৮টি নলকূপ ছিল। বর্তমানে পাম্প ও ৭টি নলকূপই অকেজো। স্কুল এলাকায় প্রায়ই গবাদিপশু বিচরণ করে। স্কুলের বিরাট ওয়ার্কশপ ভবনের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে। সেখানে কাজ করা ঝুঁকিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বহু যন্ত্রপাতি নষ্ট হইতেছে। অভিভাবকমহল প্রতিষ্ঠানটির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়া উহাকে পরিকল্পনা অনুযায়ী ইন্টারমিডি-

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

সমস্যা জর্জরিত স্কুলে

(৩য় পৃঃ পর)

য়েট কারিগরি কলেজে উন্নীত করার দাবী জানাইয়াছেন।

কালিয়া (নড়াইল) : আর্থিক সংকট, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব, স্থানাভাব ইত্যাদি নানা কারণে উপ জেলার ১৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যাহত হইতেছে। বিদ্যালয়গুলির বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বই পুস্তক ও খেলাধূলার প্রযোজনীয় সাজ-সরঞ্জাম নাই। প্রায় প্রতিটি স্কুলের দরজা জানালা ভাঙ্গা। বর্ষার সময় বিভিন্ন স্কুলের শ্রেণী কক্ষে পানি পড়ে। কালিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান ভবনটি জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণীকক্ষ বানিজ্যিক ব্যাংক ও একটি কক্ষ বিএডিসি'র নিকট ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। উপজেলা সদরের পিয়ারী শংকর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের বাউণ্ডারী ওয়াল নাই। বিদ্যালয়ের টিনের ঘর খুবই নীচু। অর্থাভাবে বিদ্যালয় সম্প্রসারণ করা যাইতেছেনা। স্কুলের ছাত্রীদের জন্য কোন খেলার মাঠ নাই।

পিরোজপুর : পিরোজপুর সদর, স্বরূপকাঠি ও ভাণ্ডারিয়া উপজেলায় মোট ৫৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাকা ভবন পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া এই ৩টি উপজেলার মোট ৬০টি ঢেউ টিনের ছাউনীযুক্ত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ পুনঃ নির্মাণ করা দরকার। তাছাড়া স্বরূপকাঠি ও সদর উপজেলার মোট ২৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আধা পাকা গৃহ নির্মাণ ও মেরামত করা প্রয়োজন। এই সকল স্কুলে ভবন, ও গৃহ পুনঃনির্মাণ এবং মেরামতের অভাবে সেখানে বসিয়া লেখাপড়া করা মুশকিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহাছাড়া ভাণ্ডারিয়া ও সদর উপজেলায় মোট ২৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন গৃহ নাই বলিয়া সংশ্লিষ্ট বিভাগ সূত্রে জানা গিয়াছে।

তবে সম্প্রতি পিরোজপুর জেলার ৩৩টি আধাপাকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ ও ২টি দ্বিতল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া সংশ্লিষ্ট বিভাগ সূত্রে জানা গিয়াছে। এই কাজে খরচ হইয়াছে এক কোটি ২৮ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা।

নবাবগঞ্জ (ঢাকা) : গত বৎসর বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নবাবগঞ্জ, দোহার, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলার শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ আজও পুনঃ নির্মাণ ও মেরামত করা হয় নাই। অনেক স্কুলগৃহের বেড়া, চালা অথবা দরজা জানালা নাই। অপরদিকে এই সকল উপজেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব রহিয়াছে।

অনেক স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকেরও অভাব রহিয়াছে। বিভিন্ন স্কুলের কোন কোন শিক্ষক ঠিকমত দায়িত্ব পালন করেন না বলিয়াও অভিযোগ শোনা গিয়াছে। নবাবগঞ্জ উপজেলার আলগীচর প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ধসিয়া পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

মেহেরপুর : গাংনী উপ জেলার তেরাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফাটল ধরিয়াছে। স্থানে স্থানে পলেস্তারা খসিয়া পড়িতেছে। যে কোন মুহূর্তে ছাদ ধসিয়া পড়িতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

বগুড়া : বগুড়ার ১১টি উপজেলার সহস্রাধিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শতাধিক বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অল্প কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্রের সমস্যা প্রকট। অনেক স্কুলে ছেলে মেয়েদের দাঁড়াইয়া অথবা মাটিতে বসিয়া লেখাপড়া করিতে হয়। বিভিন্ন স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব রহিয়াছে। কোন কোন স্কুলের দরজা জানালা নাই। অনেক স্কুলেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নাই। বিভিন্ন স্কুলে খাবার পানির অভাব রহিয়াছে। অনেক স্কুল গৃহ জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন স্কুলে স্থানাভাব সমস্যা প্রকট।

রূপগঞ্জ : সোনারগাঁও উপজেলার মোগড়াপাড়া ইউনিয়নের সাচিলাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি একেবারেই জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। টিনের বেড়াগুলিতে মরিচা ধরিয়াছে। দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। স্কুলে প্রয়োজনীয় চেয়ার, বেঞ্চ ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব রহিয়াছে।

নেত্রকোনা : কেন্দুয়া উপজেলার ৯৩টি সরকারী ও ১২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি বিদ্যালয় ছাড়া অধিকাংশ বিদ্যালয়গৃহ জরাজীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। বহু বিদ্যালয় ভবনে ফাটল ধরিয়াছে। কোন কোন বিদ্যালয় গৃহের বেড়া নাই, কোনটির চালা নাই। কোন কোন স্কুল ভবনে ঝুঁকি লইয়া ক্লাস নেওয়া হইতেছে, অধিকাংশ স্কুলে প্রয়োজনীয় চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ নাই।